ফয়যানে শাবান

26-April-2018

ইসলামী বোনদের
সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে রিসালত, শাহান শাহে নবুয়ত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হচ্ছে: "مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حُبًّا لِيْ وَشَوْقًا اِلَيَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَغْفِرَ لَهٗ ذُنُوْبَهٗ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَذٰلِكَ الْيَوْمَ" যে দিন ও রাতে আমার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার কারণে তিন তিনবার দরূদে পাক পড়লো, **আল্লাহ তায়ালার** উপর দায়িত্ব যে, তার সেই দিন ও রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া। **(মু'জামুল কবীর, ১৮তম খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯২৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُوْا الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদে পাক এমন আমল যে, যা স্বয়ং **আল্লাহ তায়ালাও** করে থাকেন। যেমনটি কোরআনে করীমে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝ (পারা ২২, আল আহযাব, আয়াত ৫৬) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় **আল্লাহ** ও **তাঁর** ফিরিশতাগণ দরূদ প্রেরণ করেন ওই অদৃশ্যবক্তা (নবীর) প্রতি, হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তার প্রতি দরূদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো।

এই আয়াতে মুবারাকা অবতীর্ণ হওয়ার পর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারায় খুশিতে নূরের ছটা বিলিয়ে দিচ্ছিলো এবং ইরশাদ করলেন: "আমাকে মুবারকবাদ দাও, কেননা আমাকে ঐ আয়াতে মুবারাকা দান করা হয়েছে, যা আমার "دُنْيَا وَما فِيْها" (অর্থাৎ দুনিয়া ও যা কিছু এতে আছে তা) থেকে বেশি পছন্দনিয়।" (রুহুল বয়ান, ২২তম পারা, সূরা আহযাব, ৫৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/২২৩)

এই আয়াতে মুবারাকা **সৈয়্যদুল মুরসালিন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সরাসরি নাতই, যাতে বলা হয়েছে যে, **আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং ফিরিশতারাও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি রহমতের

দোয়া করেন আর হে মুসলমানগণ! তোমরাও **তাঁর** প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো অর্থাৎ রহমত ও নিরাপত্তার দোয়া করো। (সীরাতুল জিন্ন, ৮/৭৮)

এই মুবারক মাস শা'বানুল মুয়াযযম আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনিয় এবং দরূদে পাক পাঠ করার মাস, **গুনিয়াতুত তালেবিনে** রয়েছে যে, শা'বানুল মুয়াযযমে **খাইরুল বারিয়্যা সৈয়্যদুল ওয়ারা জনাবে মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদে পাক পাঠ করা হয় এবং এটি **নবীয়ে মুখতার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করার মাস। (গুনিয়াতুত তালেবিন, ১ম খন্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা) সুতরাং দরূদ শরীফ পাঠের অভ্যাস গড়তে মাকাতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব **"দরূদ ও সালামে পুষ্পধারা"** এর ৩২৬ পৃষ্ঠা থেকে একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

শাফায়াতের সুসংবাদ

এক ব্যক্তি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতো না, একরাতে সে স্বপ্নে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হলো, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছিলেন না, সে আরয করলো: **"হে আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট?" ইরশাদ করলেন: "না।" সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো: তবে আপনি আমার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না কেন? ইরশাদ করলেন: "এই জন্য যে, আমি তোমাকে চিনি না।" সেই ব্যক্তি আরয করলো: "**হুযুর**! আপনি আমাকে কেন চিনছেন না, আমি তো আপনার উম্মতের একজন।" আর ওলামারা বলেন যে, আপনি আপনার উম্মতদের তাদের মা-বাবার চাইতেও বেশ ভালভাবে চিনেন। ইরশাদ করলেন: "ওলামারা সত্যিই বলেছেন, কিন্তু তুমি আমাকে দরূদ শরীফ দ্বারা মনে করো না এবং আমি উম্মতদের দরূদ শরীফ পড়ার কারণে চিনি, সে যত বেশী আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে আমি তাকে ততটুকুই চিনি।" যখন সে জাগ্রত হলো তখন সে নিজের উপর আবশ্যক করে নিলো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি প্রতিদিন একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে। এখন সেই ব্যক্তি প্রত্যেহ একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিলো। কিছুদিন পর আবারো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা ধন্য হলো, **তিনি**

ইরশাদ করলেন: "এবার আমি তোমাকে চিনতে পারছি, এবং আমি তোমার শাফায়াত করবো।" (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৭৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, দরূদে পাক পাঠকারীর প্রতি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু খুশি হননা বরং দীদারের সৌভাগ্য দান করে থাকেন। সুতরাং আমাদেরও চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকা উচিৎ।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে: "যে মুমিন জুমার রাতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে দু'রাকাত নামায এভাবে পড়বে যে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ২৫বার "قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ" পাঠ করবে, অতঃপর এই দরূদ শরীফটি "صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ" এক হাজার বার পাঠ করবে, তবে পরবর্তী জুমার পূর্বে স্বপ্নে আমার যিয়ারত করবে এবং যে আমার যিয়ারত করলো, **আল্লাহ তায়ালা** তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"

(আল কওলুল বদী, বাবুস সালিস ফিস সালাতি আলাইহি ফি আওকাতি মাখসুসাতি, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তবে সে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে যিয়ারত করবে, অথবা জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নিবে, যদি প্রথমবার উদ্দেশ্য সফল না হয় তবে দ্বিতীয় জুমার দিনও তা পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পাঁচ জুমার মধ্যে তার **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত হয়ে যাবে।" (তারীখে মদীনা, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজ হলো **দীদারে কিবরীয়া (আল্লাহ তায়ালার** দীদার) এবং একজন আশিকে রাসূলের মেরাজ হলো **দীদারে মুস্তফা**। এমন কোন দূর্ভাগা কি আছে, যার অন্তরে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের আকাঙ্ক্ষা নেই, নিঃসন্দেহে সকল আশিকে রাসূলের এটিই আশা যে,

কুচ এ্যয়চা করদে মেরে কিরদিগার আঁখো মে
হামেশা নকশ রাহে রু'য়ে ইয়ার আঁখো মে

উনহে না দেখা তো কিচ কাম কি হে ইয়ে আঁখে
কেহ্ দেখনে কি হে সারি বাহার, আঁখো মে

(সামানে বখশীশ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়িদুনা শায়খ আবুল মাওয়াহিব শাযলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "যে ব্যক্তি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করতে চায়, তার উচিৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির অধিকহারে করা এবং সৈয়দ বংশীয় ও আউলিয়াদের সাথে ভালবাসা রাখা, অন্যথায় স্বপ্নে (যিয়ারত) এর দরজা এতে বন্ধ, কেননা এই মহাত্মাগণ সকল মানুষের সরদার, তারা যার উপর অসন্তুষ্ট হয় **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়িদিস সা'দাত, ১২৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি চাই আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের আকাঙ্ক্ষী হই, তবে দরূদ শরীফকে নিজের সকল-সন্ধ্যার অযিফা বানিয়ে নিতে হবে, সত্যিকার ভালবাসা সহকারে এতে মগ্ন থাকলেই اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এক দিন না এক দিন অবশ্যই আমাদের উপর দয়া হবে এবং আমাদেরও যিয়ারত নসীব হয়ে যাবে।

আমার আক্বায়ে নেয়ামত, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বিভিন্ন সময়ে পাঠকরার অযিফা এবং দোয়ার সমাহার **"আল ওয়াযিফাতুল কারিমাহ"**য় যিয়ারতে **মুস্তফা** অর্জনের জন্য দরূদ শরীফের কিছু নির্দ্দিষ্ট বাক্যের আলোচনা করার পর লিখেন: (দরূদ শরীফ) শুধুমাত্র **হুযুরের** শানের সম্মানে পড়ুন, এই নিয়্যতকেও (অন্তরে) স্থান দিবেন না যে, আমার যিয়ারত হোক, নিশ্চয় **তাঁর** দয়া অসীম। মুখ মদীনা শরীফের (زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا) দিকে এবং অন্তরকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে, হাত বেঁধে আর এরূপ মনে করুন যে, রওযা শরীফের সামনে উপস্থিত এবং বিশ্বাস রাখুন যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দেখছেন, আমার আওয়াজ শুনছেন, আমার অন্তরের ভয় সম্পর্কে অবহিত। (আল অযিফাতুল কারিমাহ, ২৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও একনিষ্ঠতা ও অটলতার সহিত আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণনাকৃত পদ্ধতির উপর আমল করে দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ি, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **দীদারে মুস্তফা**র সৌভাগ্য অর্জনের পাশাপাশি **আল্লাহ তায়ালা**র অসংখ্য রহমত এবং কোটি কোটি বরকতের অধিকারী হয়ে যাবো। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে দরূদে পাকের আরো ফযীলত শ্রবন করি।

হযরত সায়িদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"জযবুল কুলূব"** এর মধ্যে বলেন: "যখন কোন মুমিন বান্দা একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন, (দশটি গুনাহ মুছে দেন) দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, দশটি নেকী দান করেন, দশটি গোলাম আযাদ করার সাওয়াব দান করেন।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২২, হাদীস নং-২৫৭৪) এবং বিশটি গাযওয়া তথা ধর্মীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সাওয়াব দান করা হয়। (ফিরদাওসুল আখবার, ১/৩৪০, হাদীস নং-২৪৭৪) দরূদে পাক দোয়া কবূল হওয়ার মাধ্যম (ফিরদাওসুল আখবার, ২/২২, হাদীস নং-৩৫৫৪) তা পাঠের দ্বারা শাফায়াতে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওয়াজিব হয়ে যায়। (মু'জামুল আওসাত, ২/২৭৯, হাদীস নং-৩২৭৫) জান্নাতের দরজায় **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য অর্জন হবে, দরূদে পাক সমস্ত পেরেশানী দূর ও সকল হাজত (চাহিদা) পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট। (দুররে মনসূর, পারা-২২, সূরা আহযাব এর ৫৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৬৫৪) দরূদ শরীফ গুনাহের কাফফারা, (জালাউল আফহাম, পৃষ্ঠা-২৩৪) সদক্বার স্থলাভিষিক্ত বরং সদক্বার চেয়েও উত্তম।"

(জযবুল কুলূব, পৃষ্ঠা- ২২৯)

হযরত সায়িদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো বলেন: "দরূদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা বিপদাপদ দূর হয়, রোগের শিফা তথা আরোগ্য লাভ হয়, ভয়-ভীতি দূর হয়, অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, শত্রুর উপর বিজয় লাভ হয়, **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জন হয় এবং **তাঁর** ভালবাসা সৃষ্টি হয়, ফিরিশতা তার আলোচনা করে, আমল পরিপূর্ণ হয়, মন-প্রাণ, ধন-সম্পদের পবিত্রতা লাভ হয়, পাঠকারী আনন্দিত থাকে, বরকত অর্জন হয়, বংশানুক্রমিক ভাবে চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত এ বরকত অভ্যাহত থাকে।" (জযবুল কুলূব, ২২৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বরকত অর্জন, মারিফাতের উন্নতি এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য অর্জন করতে অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠ করা

খুবই জরুরী, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় স্বত্ত্বার প্রতি দরূদ শরীফের ফুল বর্ষণ করুন, বিশেষ করে এই শা'বানুল মুয়াযযম মাসে অধিকহারে পাঠ করা, দিনে রোযা রাখা এবং রাতে ইবাদত করার অভ্যাস করা, কেননা এই মুবারক মাস আমার **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাস, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: شَعْبَانُ شَهْرِیْ وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللّٰهِ অর্থাৎ শা'বান আমার মাস এবং রমযান **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা**র মাস। (জামেয়ে সগীর, হরফুশ শীন, ৩০১ পৃষ্ঠা, হদীস নং- ৪৮৮৯) (প্রিয় নবীর মাস, ৩ পৃষ্ঠা) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মাসকে অনেক পছন্দ করতেন এবং অধিকহারে রোযা রাখতেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: **আমার মাথার তাজ, সাহিবে মেরাজ, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দের মাস ছিলো শা'বানুল মুয়ায্যম, এতে (তিনি) রোযা রাখতেন অতঃপর (এভাবে) এটাকে রমযানুল মুবারকের সাথে মিলিয়ে দিতেন।

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৩১) (প্রিয় নবীর মাস, ৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শা'বানে অধিকহারে রোযা রাখতেন

অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শা'বান মাসের চেয়ে অধিক রোযা অন্য কোন মাসে রাখতেন না, বরং সম্পূর্ণ শা'বান মাসই রোযা রাখতেন এবং ইরশাদ করতেন: "নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল কর, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** ততক্ষণ পর্যন্ত আপন দয়া বন্ধ করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ক্লান্ত না হও।" (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৭০)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মুফ্তি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ হাদীসে পাকের টীকায় লিখেন: এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, শা'বানে অধিকাংশ দিন রোযা রাখতেন, এতে আধিক্যকে সারা মাস রোযা রাখা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন; বলা হয়, 'অমুক সারা রাত ইবাদত করেছে' অথচ সে রাতে খাবারও খেয়েছে প্রয়োজনীয় কাজও করেছে, এখানে আধিক্যকে সম্পূর্ণ বলা হয়েছে। তিনি আরো বলেন: এ হাদীস শরীফ থেকে জানা গেল, শা'বান মাসে যে সামর্থ্য রাখে, সে যেন বেশী পরিমানে রোযা রাখে, কিন্তু যে দূর্বল হয় সে যেন

রোযা না রাখে। কেননা এতে রমযানের রোযার উপর প্রভাব পড়বে। যে হাদীস গুলোতে বলা হয়েছে: অর্ধ শা'বানের পর রোযা রাখিওনা, সেখানে এটাই উদ্দেশ্যে।

(তিরমিযী, হাদীস নং- ৭৩৮) (নুযহাতুল ক্বারী, ৩য় খন্ড, ৩৭৭, ৩৮০ পৃষ্ঠা) (প্রিয় নবীর মাস, ৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মুবারক মাসকে কিরূপ পছন্দ করতেন, অথচ এই মাসের রোযা ফরয নয়, কিন্তু তারপরও **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকহারে রোযা রাখতেন। এবার একটু ভাবুন যে, **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিষ্পাপদের সর্দার হয়েও এই মুবারক মাসের অধিকাংশ দিন রোযা অবস্থায় অতিবাহিত করতেন, তবে আমরা গুনাহগারদের জন্য এই মাসে রোযা রাখার কিরূপ প্রয়োজন। আমাদের উচিৎ যে, রমযানুল মুবারকের রোযা ছাড়াও নফল রোযা রাখার অভ্যাস গড়া, এতে আমাদের জন্য অসংখ্য দ্বীনি উপকারীতার পাশাপাশি অনেক দুনিয়াবী উপকারীতাও রয়েছে। দ্বীনি উপকারীতার মধ্যে ঈমানের হিফাযত, গুনাহ থেকে বিরত থাকা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত অর্জন অন্তর্ভূক্ত এবং দুনিয়াবী উপকারীতার মধ্যে রোযায় দিনের বেলায় পানাহারের সময় এবং খরচাদি কমে যায়, পেট ঠিক রাখে, পাকস্থলি আরাম পাওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য রোগব্যাধি থেকে নিরাপত্তা নসীব হয়। আর সমস্ত উপকারীতার মূল হলো যে, এতে **আল্লাহ তায়ালা** সন্তুষ্ট হয়। আমাদেরও কয়েকদিনের কষ্ট সহ্য করে অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা অর্জনের চেষ্টা করা উচিৎ। তাছাড়া নফল রোযা রাখার প্রতিদান তো এতই যে, মন চায় শুধু রোযাই রাখতে থাকি।

তাজেদারে রিসালত, শাহান শাহে নবুয়ত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় একটা নফল রোযা রাখলো, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে দোযখ থেকে ৪০ বছরের দূরত্বে রাখবেন।"

(কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪১৪৮) (ফয়যানে সুন্নাত, ৯৫২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তায়ালার হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরো ইরশাদ হচ্ছে: "যদি কেউ একদিন নফল রোযা রাখে, আর পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ তাকে দেয়া হয়, তবুও এর সাওয়াব পরিপূর্ণ হবে না। তার সাওয়াবতো কিয়ামতের দিন পাওয়া যাবে।"

(আবু ইয়ালা, ৫ম খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬১০৪) (ফয়যানে সুন্নাত, ৯৫২ পৃষ্ঠা)

উত্তম আমল!

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাকে কোন আমল সম্পর্কে বলুন। ইরশাদ করলেন: "রোযা রাখো, কেননা এর সমতুল্য কোন আমল নেই।" আমি আবারো আরয করলাম: আমাকে কোন আমল সম্পর্কে বলুন। ইরশাদ করলেন: "রোযা রাখো, কেননা এর সমতুল্য কোন আমল নেই।" আমি আবারো আরয করলাম: আমাকে কোন আমল সম্পর্কে বলুন। ইরশাদ করলেন: "রোযা রাখো, কেননা এর কোন তুলনা নেই।" (নাসায়ী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে সুন্নাত, ৯৫৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা, নফল রোযার অভ্যস্তদের তো কথাই নেই যে, **আল্লাহ তায়ালা** তাদের জাহান্নাম থেকে ৪০ বছরের দূরত্বে রাখেন এবং যদি তাদের পৃথিবীর সমান স্বর্ণ দেয়া হয়, তবুও এর সাওয়াব পরিপূর্ণ হতে পারে না, যা তাকে কিয়ামতের দিন প্রদান করা হবে। সুতরাং জাহান্নাম থেকে বাঁচতে এবং আখিরাতের অসংখ্য প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জন করতে ফরয রোযার পাশাপাশি নফল রোযা যেমন; রজব, শা'বান, প্রতি সোমবার শরীফ এবং বৃহস্পতিবারের রোযাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রাখা উচিৎ। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর নফল রোযার প্রতি অনেক প্রেম। এই কারণেই তিনি دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ সারা বছর নিষিদ্ধ দিনগুলো ছাড়া অধিকাংশ সময় রোযা রাখেন, তাছাড়া সম্পূর্ণ রজবুল মুরাজ্জব এবং শা'বানুল মুয়াযযমের রোযা রাখার পাশাপাশি সোমবার শরীফের রোযা রাখার প্রতিও বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। তাঁরই উৎসাহের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন রজবুল মুরাজ্জব এবং শা'বানুল মুয়াযযমের অধিকাংশ দিন নয় বরং সম্পূর্ণ মাস রোযা রাখার সৌভাগ্য অর্জন করছে। আর সোমবার শরীফের রোযা রাখা তো মাদানী ইনআমাতেও অন্তর্ভূক্ত। যেমনটি মাদানী ইনআম নম্বর ৫৮। **আপনি কি এ সপ্তাহে পবিত্র সোমবারে (বাদ পড়লে যে কোন দিন) রোযা রেখেছেন? এমনকি এ সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন খাবারের মধ্যে জব শরীফের রুটি খেয়েছেন?**

শা'বানের আগমনে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আগ্রহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শা'বানুল মুয়াযযম মাসে নফল রোযা রাখার পাশাপাশি আমাদের এই মাসে অধিকহারে ইবাদতও করা উচিৎ। সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان অভ্যাস ছিলো যে, এই মুবারক মাসের আগমন হতেই নিজেদের অধিকাংশ সময়ই নেক আমলে অতিবাহিত করতেন।

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: শা'বানুল মুআযযামের চাঁদ দেখার সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কোরআন তিলাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন, নিজ ধন সম্পদের যাকাত হিসাব করে দিয়ে দিতেন, যাতে দরিদ্র ও মিসকিন লোকেরা রমযানুল মুবারকের রোযার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। বিচারকগণ বন্দীদের ডেকে যার উপর শাস্তি প্রযোজ্য তাকে শাস্তি দিতেন আর বাকীদের মুক্তি দিয়ে দিতেন, ব্যবসায়ীরা তাদের ঋণ শোধ করে দিতেন, অন্যদের থেকেও নিজ প্রাপ্য নিয়ে নিতেন, (তারা রমযান মাসের চাঁদ দেখার পূর্বেই নিজেদেরকে ঝামেলা থেকে মুক্ত করে নিতেন) আর রমযানের চাঁদ দেখার সাথে সাথে গোসল করে (কোন কোন সাহাবা সম্পূর্ণ মাসের জন্য) ইতিকাফে বসে যেতেন। **(গুনিয়াতুত তালেবীন, ১ম খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে সুন্নাত, ৯৮১ পৃষ্ঠা)**

শবে বরাত হলো ইবাদতের রাত!

আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও এই মাসে অধিকহারে ইবাদত করতেন। হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন যে, (একবার) শা'বানুল মুয়াযযমের পনের তারিখ রাতে **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: আমাকে এই রাতে ইবাদত করার অনুমতি দাও। আমি আরয করলাম: জি হ্যাঁ, আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হোক। এরপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কিয়াম করলেন এবং যখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সিজদায় তাশরীফ নিয়ে গেলের তখন অনেক দীর্ঘ সিজদা করলেন। আমার মনে হলো যে, সম্ভবত **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রূহ কবয করে নেয়া হয়েছে, তখন আমি আমার হাত **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদম মুবারকে রেখে অনুমান করলাম, তখন চেতনা অনুভব করাতে আমি খুবই খুশি হলাম। **(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৮৪, হাদীস নং-৩৮৩৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার মাহবুব** এবং **সৈয়্যদুল মাসুমিন** অর্থাৎ **নিষ্পাপদের সর্দার** হওয়া স্বত্ত্বেও এই মুবারক রাতে কিভাবে ইবাদত করতেন। আমাদেরও এই রাতে আতশবাজি এবং **আল্লাহ তায়ালার** অসন্তুষ্টি মূলক কাজ থেকে বিরত থেকে বেশি বেশি ইবাদত করা উচিৎ।

হাদীসে পাকে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি পাঁচ (৫) রাতে জাগ্রত থাকে এবং সেই রাতে ইবাদতে অতিবাহিত করে তবে এরূপ ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে শা'বানুল মুয়াযযমের পনেরতম রাত।

(রুহুল বয়ান, ৮/৪০৩, সূরা দুখান, ৩নং আয়াতের পাদটিকা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা, এই রাতে ইবাদত করার কিরূপ ফযীলত রয়েছে, আমরাও শুধু এই মুবারক রাতে ইবাদত করার অভ্যাস গড়বো না বরং ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায়ের পাশাপাশি সুবিধা অনুযায়ী নফল ইবাদত করারও অভ্যাস গড়া উচিৎ। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এরূপ অভ্যাস ছিলো যে, তাঁরা দিনে রোযা রাখতেন এবং রাতে কিয়াম (ইবাদত) করে অতিবাহিত করতেন।

বর্ণিত আছে যে, হুযুরে গউসে আযম এবং সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইশার ওযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেন এবং হুযুর সায়্যিদুনা গউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পঁচিশ বছর **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদত করে ইরাক শরীফের জঙ্গলে অতিবাহিত করেছেন। **(বাহজাতুল আসরার, ১১৮ পৃষ্ঠা)** আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অনেক বছর ধরে ধারাবাহিক রোযাও রাখতেন, প্রতিদিন তিনশ, পাঁচশ এবং হাজার রাকাত নফল নামাযও আদায় করতেন। প্রতিদিন পুরো কোরআনে পাক তিলাওয়াত করে নিতেন, কয়েক হাজারবার দরূদে পাক পাঠ করতেন। মোট কথা সেই মহান ব্যক্তিত্বরা এই দুনিয়াকে আখিরাতের ক্ষেত মনে করে অধিকহারে ভাল ভাল কাজ করতেন। যদি আমরাও জান্নাতের উচ্চ নেয়ামত দ্বারা সমৃদ্ধশালী হতে চাই, তবে আমাদেরও উচিৎ বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن পদ্ধতি অনুযায়ী চলে, আখিরাতের ভাবনায় ডুবে, গুনাহ থেকে বিরত থেকে অধিকহারে নেক আমল করা উচিৎ।

১২টি মাদানী কাজের একটি হচ্ছে "সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আখিরাতের ভাবনার মাদানী মানসিকতা এবং নেক আমলের উপর অটলতা লাভের জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহন কারী হয়ে যান। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হলো "**সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করা**"। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিতির বরকতে আখিরাতের ভাবনা নসীব হয়, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় দোয়া কবুল হয়ে থাকে, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ তায়ালা**র নেক বান্দাদের আলোচনা হয়ে থাকে। হযরত সায়িদুনা সুফইয়ান বিন ওয়াইনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ বলেন: "عِنْدَ ذِكْرِ الصّٰلِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ নেক লোকেদের আলোচনায় **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত অবতীর্ণ হয়।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৫, হাদীস নং-১০৭৫০) আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হওয়ার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং নিয়মিত ইজতিমায় উপস্থিত হওয়ার নিয়্যত করে নিই।

কৌতুক অভিনেতার তাওবা

মারকাযুল আউলিয়ার এক ইসলামী ভাই গুনাহ এবং উদাসিনতার সাগরে ডুবে ছিলো। এক ইসলামী ভাই তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাত ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিলো। সে তার দাওয়াতে ইজতিমায় গেলো, তার অনেক ভাল লাগলো, সুতরাং সে নিয়মিত আসতে শুরু করলো, নিয়মিত নামাযও আদায় করা শুরু করে দিলো এবং পাগড়ী শরীফও সাজিয়ে নিলো, পরিবারের কেউ কেউ কঠোর ভাবে বিরোধীতা করলো কিন্তু মাদানী পরিবেশের মোহ এবং আশিকানে রাসূলের সদাচরন তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আরো নৈকট্য দান করতে লাগলো। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনার আগ্রহ জন্মালো এবং আগ্রহ বাড়তে লাগলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ধীরে ধীরে তার পরিবারেও মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে বরাত হচ্ছে ঐ মুবারক রাত, যাতে **আল্লাহ তায়ালার** রহমত অবিরাম ধারায় বর্ষন হয়, তাই এই পবিত্র রাতে অধিকহারে ইবাদত ও যিকির করা, গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং অধিকহারে দরূদ ও সালামের মাধ্যমে **আল্লাহ তায়ালার** দরবার থেকে অসংখ্য নেয়ামত ও প্রতিদান গ্রহন করা উচিৎ। পূর্ববর্তী মাদানী মানসিকতা সম্পন্ন মুসলমানগণ এই মুবারক দিনগুলোতে **আল্লাহ তায়ালার** অধিকহারে ইবাদত করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করতেন, কিন্তু বর্তমান মুসলমানগণের জানিনা কি হয়ে গেছে যে, এই মুবারক দিনগুলোর গুরুত্ব দেয়না এবং নিজের মূল্যবান সময় মসজিদে অতিবাহিত করা বা ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে অংশগ্রহন করার পরিবর্তে অহেতুক নষ্ট করে দেয়, অথচ এই রাতে **আল্লাহ তায়ালা** বিশেষ তাজাল্লি দান করেন এবং তাঁর অসংখ্য বান্দাদের ক্ষমা ও মাগফিরাত করে দেন।

শবে বরাত ক্ষমার রাত!

আমিরুল মুমিনিন, হযরত সায়্যিদুনা আলীয়্যুল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন শা'বানের ১৫তম রাতের আগমন ঘটে তখন তাতে কিয়াম (ইবাদত) করো আর দিনে রোযা রাখো। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ তায়ালা** সূর্যাস্তের পর থেকে প্রথম আসমানে বিশেষ তাজাল্লী (উজ্জ্বল্য) বর্ষণ করেন এবং ইরশাদ করেন: কেউ আছো কি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকারী, তাকে আমি ক্ষমা করে দিব! কেউ আছো কি জীবিকা প্রার্থানাকারী, তাকে আমি জীবিকা দান করব! কেউ আছো কি বিপদগ্রস্ত, তাকে আমি মুক্তি প্রদান করব! কেউ এমন আছো কি! কেউ এমন আছো কি! সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এরূপ ইরশাদ করতে থাকেন।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৮৮) (প্রিয় নবীর মাস, ১৫ পৃষ্ঠা)

আফসোস শত কোটি আফসোস! অনেক মূর্খ মুসলমান এই রাতের প্রতি গুরুত্ব দেয়া দুরের কথা বরং যে মুসলমান অসুস্থ, বৃদ্ধ বা শিশুরা ঘরে ঘুমাচ্ছে বা বিনম্রচিত্তে **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে উপস্থিত হয়ে ইবাদতে লিপ্ত রয়েছে, তাদেরকে আতশবাজি ফাটিয়ে কষ্ট দেয় এবং তাদের ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মনে রাখবেন! মুসলমানদের বিরক্ত করা, তাদের মন ভাঙ্গা এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দেয়া,

সব হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার ন্যায় কাজ, একটু ভাবুন তো! এই মুবারক রাতে যেখানে সবাইকে ক্ষমা করা হচ্ছে তখন আমাদের এই নিকৃষ্ট কর্মের কারণে যদি আমাদের ক্ষমা স্থগিত করে দেয়া হয়, তখন আমাদের কি অবস্থা হবে। তাই যদি আমাদের থেকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোন মুসলমান মনে কষ্ট পেয়ে থাকে বা কারো হক নষ্ট হয়ে থাকে অথবা কারো জন্য নিজের অন্তরে শত্রুতা থেকে থাকে তবে শবে বরাত আসার পূর্বেই ক্ষমা চেয়ে নিন এবং ভবিষ্যতে এই গুনাহ থেকে বিরত থাকার নিয়্যতও করে নিন, কেননা জীবনের কোন ভরষা নেই, কে জানে যদি এই বছর আমাদের মৃত্যু এসে যায় এবং আমি উদাসিনতায় পর্যবসিত থাকি।

সুতরাং দ্রুত নিজের হক সমূহ ক্ষমা করিয়ে নিন এবং আতশবাজির মাধ্যমে ইবাদত গুজার, রোগী এবং দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের কষ্ট দেয়া থেকে তাওবা করে নিন। মনে রাখবেন! আতশবাজি মুসলমানদের নয় বরং অমুসলিমদের আবিস্কার। যেমনটি হাকিমূল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেছেন, 'আতশবাজি নমরুদ বাদশাহ আবিস্কার করেছে, যখন সে হযরত ইব্রাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছে। **আল্লাহ তায়ালার** দয়ায় (আগুন বাগানে পরিণত হয়ে গেল) নমরুদের লোকেরা আতশ বাজির সামগ্রীতে আগুন লাগিয়ে হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর দিকে নিক্ষেপ করেছিলো।'

(ইসলামী যিন্দেগী, ৬৩ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে সুন্নাত, ৯৯৬ পৃষ্ঠা)

আতশবাজির নাপাক প্রথা এখন মুসলমানদের মধ্যে খুব প্রচলিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের কোটি কোটি টাকা প্রতি বছর আতশবাজিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে এ খবরও পাওয়া গেছে যে, আতশবাজির কারণে অমুক জায়গায় এতটি ঘর জ্বলে গেছে, এতজন মানুষ আগুনে পুড়ে মারা গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে প্রাণনাশের ভয়, সম্পদ বিনষ্ট এবং ঘর-বাড়িতে আগুন লাগার আশঙ্কা থাকে। সর্বোপরি, এ কাজটি **আল্লাহ তায়ালার** নির্দেশ অমান্যকারী। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: 'আতশবাজি বানানো, বিক্রি করা, ক্রয় করা ও ক্রয় করানো ও করাতে উৎসাহিত করা সবই হারাম।'

(ইসলামী যিন্দেগী, ৬৩ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে সুন্নাত, ৯৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে বরাতে আতশবাজির ফাটানোর মাধ্যমে মুসলমানদের ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি করার পরিবর্তে অধিকহারে ইবাদত করুন, কেঁদে কেঁদে নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিজের ক্ষমা ও মাগফিরাতের পাশাপাশি সুন্নতের উপর আমলের নিয়্যতে কবরস্থানে গিয়ে আখিরাতের ভাবনা জাগ্রত করার জন্য কবরের যিয়ারতও করুন এবং নিজের মরহুমগণ সহ সকল মুসলমানদের জন্য মাগফিরাতের জন্য দোয়াও করুন।

শবে বরাত ও কবর যিয়ারত!

উম্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বর্ণনা করেন: "আমি একরাতে (অর্থাৎ শা'বানের **১৫**তম রাতে) **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দেখতে পেলাম না। তখন তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে খুঁজে পেলাম। **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "তোমার কি ভয় ছিল যে, **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তোমার হক নষ্ট করবে? আমি আরয করলাম **হে আল্লাহর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি মনে করেছিলাম যে, আপনি হয়ত অন্য কোন পবিত্র বিবির ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেছেন। তখন **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** শা'বানের **১৫** তারিখের রাতে দুনিয়ার **১ম** আসমানে নূর বর্ষণ করেন। অতঃপর বনী কালবের ছাগল পালের লোমের চাইতেও বেশি সংখ্যক গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেন।"

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৩৯) (ফয়যানে সুন্নাত, ৯৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আইনজীবি ও বিচারক মজলিশ (Judges & Lawyers)

سُبۡحٰنَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! শুনলেন তো আপনারা! শবে বরাত কিরূপ মহত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ রাত, যাতে **রব তায়ালা** বনি কালব গোত্রের ছাগল পালের লোমের চাইতেও বেশি গুনাহগারদের ক্ষমা করে দেয়া হয়। সুতরাং আমাদের ও উচিৎ যে, আমরাও এই বরকতময় রাতকে উদাসিনতা ভরা কাজে নষ্ট করার পরিবর্তে **আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের** সন্তুষ্টি মূলক কাজে অতিবাহিত করা এবং এই মাদানী মানসিকতা

পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেভাবে ১০৪টি বিভাগে দ্বীন ইসলামের মাদানী বার্তা প্রসার করে যাচ্ছে, তেমনি **"আইন পেশা"**র সাথে সম্পৃক্তদের সংশোধনের জন্য **"আইনজীবি ও বিচারক মজলিশ"** এর মাধ্যমে তাদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করে এই মাদানী উদ্দেশ্য অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার এবং আখিরাতের মানসিকতা দেয়াতে সদা ব্যস্ত যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ" এই বিভাগের আশিকানে রাসূলের ঘরে, অফিসে, বার এসোসিয়েশন ইত্যাদিতে মাঝে মাঝে **"মাদানী হালকা"** এর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, এই বিভাগের আশিকানে রাসূল **"সাপ্তাহিক ইজতিমা"** ও **"মাদানী হালকা"**য়ও অংশগ্রহন করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশের প্রচেষ্টায় এই বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরও **"কোরআন শিক্ষা"** দ্বারা আলোকিত করার জন্য **"প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদাসাতুল মদীনা"** এর ব্যবস্থা করে থাকে, যাতে কোরআনে ফ্রি কোরআনে করীমের শিক্ষা প্রদান করা হয়। **আল্লাহ তায়ালা "আইনজীবি ও বিচারক মজলিশ"** কে উত্তরোত্তর সাফল্য নসীব করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে বরাতে ইসলামী ভাইদের জন্য কবরস্থানে যাওয়া সুন্নাত (কিন্তু ইসলামী বোনদের জন্য শরীয়তে অনুমতি নেই, তারা ঘরে থেকেই ইবাদত এবং ঈসালে সাওয়াব করবে) ইসলামী ভাইয়েরা কবরস্থানে গিয়ে আপন মরহুমদের জন্য ঈসালে সাওয়াব এবং মাগফিরাতের দোয়া করুন, কেননা এতে মৃতদের প্রশান্তি লাভ হয়ে থাকে এবং যদি তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা না হয়, তবে বিষন্ন হয়ে যায়।

কবরস্থানের মৃত ব্যক্তিরা স্বপ্নে এসে গেলো!

এক ব্যক্তির নিয়মিত আমল ছিলো যে, তিনি কবরস্থানে এসে বসে পড়তেন। যখনি কোন জানাযা আসতো তার জানাযার নামায আদায় করতেন।

সন্ধ্যার সময় কবরস্থানের দরজায় দাঁড়িয়ে এভাবে দোয়া করতেন: হে কবরবাসীরা! **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুক। তোমাদের অসহায়ত্বের উপর দয়া করুক। তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করুক এবং নেকী সমূহ কবুল করুক। সেই ব্যক্তিটি বলেন: একদিন সন্ধ্যা বেলায় (ফেরার সময়) আমি আমার কবরস্থানের নিয়মিত আমলটি পূর্ণ করতে পারিনি। অর্থাৎ তাদের জন্য দোয়া না করেই বাড়ি ফিরে আসি। দেখি, আমার স্বপ্নে অনেক লোক এসে হাজির। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কারা? আর কেন এসেছেন? তারা বললো: আমরা সবাই কবরবাসী। আপনি নিয়মিত অভ্যাস করে নিয়েছেন যে, ঘরে আসার পূর্বে আমাদেরকে উপহার দিতেন, কিন্তু আজ দেননি। আমি বললাম: কী সে উপহার? তারা বললো: তা ছিলো দোয়ার উপহার। আমি বললাম: ঠিক আছে, এ উপহার আমি তোমাদেরকে পূনরায় দিতে থাকবো। এর পর থেকে আমি আর কোন দিন এই আমল ছাড়িনি।

(শরহুস সুদূর, ২২৬ পৃষ্ঠা) (কবরবাসীদের ২৫টি ঘটনা, ১৫ পৃষ্ঠা)

মরহুম আব্বাজান স্বপ্নে এসে বললেন যে ...

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: যখন আমার আব্বাজানের ইন্তেকাল হলো, তখন আমি খুব কান্না-কাটি করলাম। আর তাঁর কবরে প্রতিদিন উপস্থিত হতে লাগলাম। পরে ধীরে ধীরে কবরে আসা-যাওয়া কমতে থাকে। একদিন আব্বাজান স্বপ্নে এসে বললেন: হে আমার পুত্র! তুমি কেন দেরী করলে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আমার আসা-যাওয়া সম্পর্কে কি আপনি জানতে পারেন? বললেন: 'কেন জানবো না? তোমার প্রতিবারের উপস্থিতির সংবাদ আমার জানা হয়ে যেতো। আর আমি তোমাকে দেখে আনন্দিত হতাম। এমনকি আমার আশ-পাশের মৃতরাও তোমার দোয়ার উপর সন্তুষ্ট হতো।' অতএব, এই স্বপ্নের পর থেকে আমি নিয়মিতভাবে আব্বাজানের কবরে (যিয়ারতের জন্য) যাওয়া আরম্ভ করে দিই। **(শরহুস সুদূর, ২২৭ পৃষ্ঠা) (কবরবাসীদের ২৫টি ঘটনা, ২১ পৃষ্ঠা)**

রূহগুলো ঘরে ঘরে এসে ইছালে সাওয়াব খুঁজতে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, মৃতরা তাদের কবরে আসা যাওয়া লোকদের চিনতে পারে। আর জীবিতদের দোয়া দ্বারা তারা উপকৃত হয়ে থাকে। যখনই জীবিতদের পক্ষ হতে ইছালে সাওয়াবের উপহার আসা বন্ধ হয়ে যায়, সেটাও

তাদের জানা হয়ে যায়। আর **আল্লাহ তায়ালা** তাদের অনুমতিও দেন, তখন তারা ঘরে ঘরে এসে ইছালে সাওয়াব খুঁজতে থাকে। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোয়ায়ে রযবীয়ার (সংকলিত) ৯ম খন্ডের ৬৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন: **'গারায়িব'** এবং **'খাযানা'** নামক কিতাবে বর্ণিত রয়েছে; মু'মিনদের রূহগুলো প্রতি জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত), ঈদের দিন, আশুরার দিন, (শবে) বরাতের রাতে নিজেদের ঘরে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে এবং প্রতিটি রূহই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বড় আওয়াজে আহ্বান করে। বলে: হে আমার পরিবারের সদস্যরা! হে আমার সন্তানেরা! হে আমার আত্মীয়-স্বজনেরা! তোমরা (আমাদের ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে) দান-সদকা করে আমাদের উপর দয়া করো।

(কবরবাসীদের ২৫টি ঘটনা, ১৬ পৃষ্ঠা)

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কবরে মৃত ব্যক্তির অবস্থা ডুবন্ত মানুষের মতো। তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে যে, তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধব তার জন্য দোয়া করবে, আর যখনই তাদের কারো দোয়া তার নিকট পৌঁছে, তখন তা তার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে তার চাইতেও উত্তম হয়ে থাকে। **আল্লাহ তায়ালা** কবরবাসীদেরকে তাদের জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে প্রেরিত হাদিয়ার সাওয়াব পাহাড় সমপরিমাণ করে দান করেন। মৃতদের জন্য জীবিতদের হাদিয়া হলো; মৃতদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৯০) (কবরবাসীদের ২৫টি ঘটনা, ২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

নখ কাঁটার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে নখ কাঁটার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: (১) জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায় তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়া মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে, যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তবে রহমতের শুভাগমন হবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়ত, ১৬তম খন্ড, ২২৫, ২২৬ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

নখ কাঁটার অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

নখ কাঁটার সুন্নাত ও আদব

(২) হাতের নখ কাটার পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে: সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ কাটবেন তবে বৃদ্ধাঙ্গুল ছেড়ে দিবেন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮০ পৃষ্ঠা। ইহইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা) (৩) পায়ের নখ কাটার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই তবে উত্তম হচ্ছে; ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ পর্যন্ত কেটে নিন অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্টা আঙ্গুলের নখ কাটুন। (প্রাগুক্ত) (৪) অপবিত্রাবস্থায় (অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায়) নখ কাটা মাকরূহ। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা) (৫) দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরূহ এবং এর দ্বারা শ্বেত রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। (প্রাগুক্ত) (৬) কর্তিত নখ মাটিতে পুঁতে দিন আর যদি তা বাইরে ফেলেও দেন তবে কোন অসুবিধা নেই। (প্রাগুক্ত)

দা'ওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)